WELCOME TO PRESENTATION

MD. FORHAD SARKER
INSTUCTOR(BANGLA)

INSTITUTION: SAPAHAR GOVERNMENT TECHNICAL SCHOOL AND COLLEGE, SAPAHAR, NAOGAON.

প্রশ্ন: ১: অর্থানুসারে বাংলা শব্দসমূহে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[বাকাশিবো-২০২০] [বাকাশিবো-২০১৭]

উত্তর: অর্থানুসারে বাংলা শব্দসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

যৌগিক শব্দ

রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ

যোগরূঢ় শব্দ

- যৌগিক শব্দ: যেসকল প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয় তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন: ঢাকা+ই = ঢাকাই, বাঙাল+ই =বাঙালি। এখানে ঢাকা ও বাঙাল শব্দের সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যথাক্রমে ঢাকাই ও বাঙালি শব্দ দুটি গঠিত হয়েছে। আর ঢাকাই ও বাঙাল দ্বারা ঢাকার অধিবাসী ও বাঙালি জাতিকে বুঝাচ্ছে। তাই ঢাকাই ও বাঙাল শব্দ দুটি যৌগিক শব্দ। একইভাবে মোঘল+আই=মোঘলাই, মিঠা+আই=মিঠাই ইত্যাদি।

- রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ: যেসকল প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দের অর্থ এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয় না তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন: হাত+ই = হাতি, বাঁশ+ই = বাঁশি। এখাতে হাত ও বাঁশ শব্দের সঙ্গে ই প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হয়েছে হাতি ও বাঁশি। হাত বলতে আমরা আমাদের শরীরের একটি প্রত্যঙ্গকে বুঝি অপরদিকে হাতি হলো একটি প্রাণী। একইভাবে বাঁশ বলতে আমরা একটি কাঠকে বুঝি, কিন্তু বাঁশি হলো একটি বাদ্যযন্ত্র। সুতরাং হাতি ও বাঁশি শব্দ দুটো তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়নি। তাই হাতি ও বাঁশি শব্দ দুটো রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ।

- যোগরূঢ় শব্দ: যেসকল সমাস দ্বারা গঠিত শব্দের অর্থ এর সমস্যমান পদগুলোর অর্থানুসারে হয় না তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন: পঙ্কজ। এটি সমাসবদ্ধ বা সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ। এর ব্যাসবাক্য হলো **পঙ্কে জন্মে যা**। এখানে সমস্যমান পদগুলো হলো পঙ্কে, জন্মে, যা-তিনটি। পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মে। কিন্তু পঙ্কজ বলতে শুধু পদ্মফুলকেই বোঝায়।
- মনে রাখতে হবে যৌগিক ও রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ হলো প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ। অপরদিকে যোগরূঢ় শব্দ হলো সমাসের দ্বারা গঠিত শব্দ।